মসজিদ থেকে পার্লামেন্ট

হাফেজ মাওলানা নুর হোসাইন

আলোর ঠিকানা

‘আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনোই মৃত মনে কোরো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।’ — সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৬৯

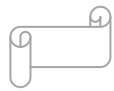

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন-এর। দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবের শিক্ষক ও বিশ্বমানবের মুক্তির দূত, পথের দিশারি রাহমাতাল্লিল আল-আমিন জনাব মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। সালাম সেসব বীর মুজাহিদদের প্রতি, যাঁরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন।

আমি 'মসজিদ থেকে পার্লামেন্ট' বইটি লিখতে গিয়ে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছি, যাতে কোনো ভুল-ভ্রান্তি না হয়। এরপরও যদি কোনো ভুলত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে জানালে আগামীতে শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, আমি তাঁদের কাছে ঋণী, যারা বইটির ব্যাপারে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা 'আলোর ঠিকানা প্রকাশনী' কতৃপক্ষের প্রতি, তারা 'মসজিদ থেকে পার্লামেন্ট' বইটি প্রকাশ করতে অনেক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক এই গ্রন্থটি নাজাতের জরিয়া হিসাবে কবুল করুক। আমিন, সুম্মা আমিন।

হাফেজ মাওলানা নুর হোসাইন
ফেনী সদর।
মোবাইল : ০১৮১১-৯৭০০২১

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— 'জুমার দিনে এমন একটা সময় রয়েছে, যাতে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায় তিনি তাই দেন। অতএব তোমরা আছরের শেষ সময়ে তা তালাস করো।'

— আবু দাউদ, হাদিস ১০৪৮। নাসাঈ, হাদিস ১৩৮৯

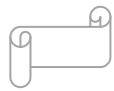

সূচিপত্র

- ❑ প্রারম্ভিক ০৯
- ❑ জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) ১১
- ❑ ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, আল্লাহর সৈনিক ১৫
- ❑ ধৈর্যের সাথে বিজয় ২২
- ❑ ঘরে ঘরে অশান্তির দাবানল ২৬
- ❑ যেমন কর্ম তেমন ফল ৩০
- ❑ সত্যের জয় মিথ্যার পরাজয় ৩৪
- ❑ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ৩৮
- ❑ সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের পরিণাম ৪৩
- ❑ মহানবী (সা.)-এর কুরবানি কেমন ছিল ৪৮
- ❑ আল্লাহ পাকের ক্ষমা ৫৩
- ❑ তাদের ধ্বংস ইহকাল ও পরকালে ৫৭
- ❑ পিতা-মাতা তোমার জান্নাত জাহান্নাম ৬১
- ❑ জাহান্নাম থেকে নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান ৬৮
- ❑ সকল সমস্যার সমাধান আল-কুরআন ৭৩
- ❑ রোজা ও কুরআন যাদের জন্য সুপারিশ করবে ৭৭
- ❑ বান্দার হক নষ্ট করার ভয়াবহ পরিণতি ৮২
- ❑ মুত্তাকি ছাড়া কুরবানি কবুল হয় না ৮৬
- ❑ আজাব ও গজবকে ভয় করো ৯১
- ❑ মানুষের সামনে ও পেছনে সমালোচনাকারীর শাস্তি ৯৬

- ❑ হজের পুরস্কার এবং অস্বীকারকারীর শাস্তি ১০০
- ❑ আল্লাহর প্রিয় গোলাম কারা ১০৫
- ❑ ভালো কাজের করি প্রতিযোগিতা ১০৯
- ❑ কেয়ামতের আগে ভয়াবহ ফিতনা ১১৩
- ❑ আল্লাহর রঙে জীবনকে রাঙাও ১১৭
- ❑ কবরের ভয়ংকর আজাব থেকে বাঁচার উপায় ১২১
- ❑ মুমিনদের গুণাবলি ১২৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ : فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوْرًا.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ-

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্লাহি।

মুহতারাম হাজেরীন!

আজ ..... মাসের ..... তম জুমার নামাজে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি, এজন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে। যিনি ভূমণ্ডল, নভমণ্ডলসহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবাই

বলি— আলহামদুলিল্লাহ। তিনি চেয়েছেন বলেই আমরা আজ এই মসজিদে উপস্থিত হতে পেরেছি। সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিছেন, সুস্থ রেখেছেন, তাঁর নেয়ামত দিয়ে আহার করাচ্ছেন বলেই তো আজ আমরা এই মসজিদের পবিত্র জুমার নামাজে উপস্থিত হতে পেরেছি। সেজন্য আরো একবার সেই মহান মনিবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, সবাই হৃদয়ের গভীর থেকে বলি— আলহামদুলিল্লাহ।

দরুদ ও সালাম আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি সেই কঠিন কেয়ামতের দিন আমাদেরকে সুপারিশ করবেন, আমাদেরকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাবেন। সবাই বলি— সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় মুহাম্মদ (সা.)

اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُهٰجِرِیْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤی اَوْلِیٰٓىِٕكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِی الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا -

'নবী করিম (সা.) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠ, আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরূপ। আল্লাহর বিধানে মুমিন ও মুহাজিরদের (দ্বীনী সম্পর্ক) অপেক্ষা আত্মীয়-স্বজনগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘনিষ্ঠতর। তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাইলে, করতে পারো। (আল্লাহর) কিতাবে এটাই লিখিত।' — সূরা আহযাব, আয়াত ৬

তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে
ভুলব তোমায় বলো কী করে।
দেখি নাই তোমারে কোনোদিন,
তবু আছো স্মরণে অমলিন
দেখি নাই তোমারে কোনোদিন
কোনোদিন।।

❖ **মহাবাণী আল-কুরআন-এর আয়াত :**

➲ সূরা নিসা, আয়াত ৬৫, ৬৯
➲ সূরা ইমরান, আয়াত ৩১-৩২
➲ সূরা হুজরাত, আয়াত ১-৩
➲ সূরা মুজাদালা, আয়াত ২২

❖ **তাফসীর হিসাবে সহায় :**

➲ তাফহীমূল কুরআন,
➲ ইবনে কাসীর।

❖ **প্রিয় রাসূল (সা.)-এর বাণী :**

আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন— 'আমরা একদা নবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁর হাতে ছিল উমর (রা.)-এর হাত। আর তখনই উমর (রা.) রাসূল (সা.)-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়; তবে আমার জীবনের চেয়ে নয়।" তখন নবী (সা.) বললেন, "সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় না হই।" তখন উমর (রা.) কিছুক্ষণ বুঝে শুনে বললেন, "আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়।" তখন নবী (সা.) বললেন, "এখন তুমি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারলে হে উমর!"' – সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৬৩২

আবু হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন– 'রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার নিজ মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়েও অধিক প্রিয় হই।'

– বুখারী, হাদিস ১৪, ১৫

আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।'

— বুখারী, হাদিস ১৫, মুসলিম, হাদিস ১৭৮

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'এক সাহাবি রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করেন— "কিয়ামত কবে?" তার প্রশ্ন শুনে রাসূল (সা.) জানতে চাইলেন– "তুমি এর জন্য কী কী প্রস্তুতি নিয়েছো?" সাহাবি (রা.) বললেন– "আমি অধিক পরিমাণে নামাজ, রোজা, জাকাত, সদকা আদায় করে তেমন কোনো প্রস্তুতি তো নিতে পারিনি, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি আমার ভালোবাসা আছে।" রাসূল (সা.) তখন বললেন– "তুমি তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাসো।"' – সহিহ বুখারি, হাদিস ৬১৭১

একবার রাসূল (সা.) আনাস (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন— 'বেটা, তুমি যদি পারো তাহলে অবশ্যই এমনভাবে সকাল-সন্ধ্যা পার করবে যে, তোমার মনের মধ্যে কারও প্রতি ঘৃণাবোধ থাকবে না। কেননা, এটাই আমার পথে চলার নিয়ম।

আর যে ব্যক্তি আমার পথকে উজ্জীবিত করে, সে (প্রকৃতপক্ষে) আমাকেই ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে, জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।'

– সুনানে তিরমিজি, হাদিস ২৮৯৪

❖ আরও কিছু প্রিয়বাণী :

'কত দূর ওই মদিনার পথ
ওহুদের মাঠ আর কত দূর,
তায়েফের গ্রাম আর কত দূর
কতদূর রাসূলের রওজা বলো।
কোথা সেই বেলালের, আজানের সুর।'

পৃথিবীর তিনভাগ পানি আর একভাগ স্থল। কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সা.) সম্পর্কে যা আলোচনা হবে, তা ততটুকু– সাগরের মধ্যে একটি আঙুল ডুবিয়ে যতটুকু পানি উঠবে অতটুকু আলোচনা হবে, আর বিশাল সাগরের পানি সমপরিমাণ নবীজির জীবনী বাকি থেকে যাবে।

উহুদ যুদ্ধে তালহা (রা.) নবীজির নিচে নিজেকে বিছিয়ে দিলে তাঁর পিঠে চড়ে পাথরের ওপর উঠে অবস্থান করেন। যুবাইর (রা.) বলেন– নবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি– আল্লাহ তালহা-র (তাঁর জন্য জান্নাত) অনিবার্য করে নিয়েছেন।' – সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস ৬৯৭৯। সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৮৪

উহুদ যুদ্ধে তালহা (রা.)-এর শরীরে সত্তরটিরও বেশি তীর লেগেছিল। হজরত আবু বকর (রা.) বলেন– এক পর্যায়ে আমরা নবীজির (সা.)-এর কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাঁত মুবারক ভেঙে গেছে এবং চেহারায় কড়া ঢুকে গেছে।

❖ নবীজির প্রতি সর্বহারা নারীর ভালোবাসা :

দিনার গোত্রের এক মহিলার স্বামী, ভাই ও পিতা, এ তিনজনই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছিলেন। তাঁকে এদের শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বলে ওঠেন– 'রাসূল (সা.)-এর খবর কী?' সাহাবিরা উত্তর দেন– 'হে উম্মে ফুলান, তুমি যেমন চাচ্ছো, তিনি তেমনই আছেন, অর্থাৎ তিনি বেঁচে আছেন।' মহিলাটি বললেন– 'তাঁকে একটু আমাকে দেখিয়ে দেন, আমি তাঁকে একটু দেখতে চাই।' সাহাবিরা ইঙ্গিতে রাসূল (সা.)-কে দেখিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়া মাত্রই হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন– 'আপনাকে পেলে সব বিপদই নগণ্য।' – ইবনে হিশাম : ২/৯৯

রাসূল (সা.)-কে হজরত ওমর (রা.) এত এত ভালোবাসতেন যা সীমাহীন। ওমর (রা.) যেদিন শুনলেন রাসূল (সা.) ওফাত বরণ করেছেন, সেদিন তিনি তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, যে বলবে রাসূল (সা.) দুনিয়াতে আর নেই, তার মাথা আলাদা করে দেবেন। এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায়, রাসূল (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার গভীরতা কতটা ছিল।

আহ! সকল সাহাবী পাগল হয়ে গেলেন রাসূল (সা.)-কে হারানোর বেদনায়। সবাইকে ইয়াতিম বানিয়ে চিরতরে চলে গেলেন কলিজার নবী, জানের নবী মুহাম্মদ (সা.)।

হজরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক সাহাবি এবং একজন ইহুদির মধ্যে একটি বিষয়ে ঝগড়া হয়। তখন দু'জনে বিচারের জন্য রাসূল (সা.)-এর দরবারে গেলেন। রাসূল (সা.) দু'জনের কথা শুনলেন, তথ্য যাচাই করলেন এবং রায় দিলেন। রায় ইহুদির পক্ষে গেল। তখন মুনাফিক মুসলমান রাসূল (সা.)-এর রায় মানতে নারাজ হলো। এই কথা সাহাবী হজরত ওমর (রা)-র কাছে বিস্তারিত বললেন, তখন ওমর (রা.) বললেন– 'দাঁড়াও, আমি ঘর থেকে আসি।' হজরত ওমর (রা.) ঘর থেকে তরবারি এনে এক আঘাতে সেই মুনাফিক মুসলিমের মাথা দ্বি-ঘন্টিত করে দিলেন। আর বললেন– "যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর ফয়সালা মানবে না, তার বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।'"

পরে সূরা নিসার ৬০-৬৮ নম্বর আয়াত নাজিল হয়।

আল্লাহ পাক সকলকে ওমর (রা.)-র মতো করে রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসার তাওফিক দান করুক।

ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, সাইক্লোন আল্লাহর সৈনিক

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ -

'বল, তিনি তোমাদের ওপর থেকে অথবা পদতল থেকে আযাব পাঠাতে (সক্ষম) অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করার মাধ্যমে একদলকে অন্যদলের সংঘাত সংঘর্ষ এবং হিংসা হানাহানির আস্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম। লক্ষ্য করো, আমি নিদর্শনাবলী কেমন বিস্তারিত বর্ণনা করছি, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে।' — সূরা আনআম, আয়াত নম্বর ৬৫

বিপদে মসিবতে সহায়তা করো তুমি
দুঃখ বেদনায় শান্ত নাও তুমি
হারানোর ব্যথা যদি ঘিরে ধরে আমাকেও
আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ।

❖ মহাবিশ্বের বিস্ময় কুরআন :

➲ সূরা হুদ, আয়াত ৩৭, ৪০, ১১৪
➲ সূরা নামল, আয়াত ৫০-৫২
➲ সূরা আনকাবুত, আয়াত ১৪
➲ সূরা রুম, আয়াত ৪১
➲ সূরা নুহ, আয়াত ১০-১২
➲ সূরা মুলুক, আয়াত ৩০
➲ সূরা দোহা, আয়াত ৫
➲ সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২, ৬৩
➲ সূরা ইমরান, আয়াত ১৩৩, ১৩৯
➲ সূরা ক্বমার, আয়াত ১১, ১২।

❖ **তাফসীর হিসাবে সহায়ক :**

➲ মারেফুল কুরআন,
➲ ইবনে কাসীর,
➲ তাফহীমূল কুরআন।

❖ **প্রিয় মণিমুক্তা :**

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার আমরা রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন বৃষ্টি শুরু নামলো। তখন রাসূল (সা.) তার গায়ের পোশাকের কিছু অংশ সরিয়ে নিলেন, যাতে করে গায়ে বৃষ্টির পানি লাগে।

আমরা বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এমনটি করলেন? তখন তিনি বললেন- 'কারণ বৃষ্টি তার প্রতিপালকের কাছ থেকে সদ্য আগত।'

— মুসলিম শরীফ, হাদিস ৮৯৮

রাসূল (সা.) বলেন– যদি কেয়ামতের চিত্র স্বচক্ষে দেখতে চাও, তাহলে সূরা তাকদির, সূরা ইনফিতর, সূরা ইনশিকক পড়ো, আর কেয়ামত অবলোকন করো।

হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) মহাপ্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হজরত নুহু (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইরশাদ করেন– সেই মহাপ্লাবন এতটাই ব্যাপক এবং সর্বগ্রাসী ছিল যে, একমাত্র মুমিনরা ব্যতীত কেউ তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়নি। অতঃপর তিনি হজরত নুহু (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনৈক শিশু এবং তার মায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন– 'যদি আল্লাহ পাক ওই সময় কারো প্রতি দয়া করতেন, তাহলে ওই শিশু এবং তার মায়ের প্রতি দয়া করতেন।' অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ নবী হজরত নুহু (আ.) নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে ৯৫০ বছর তাদের হেদায়েতের জন্য হায়াত অতিবাহিত করেছেন, অতঃপর শেষ সময় এসে একটি বৃক্ষের চারা রোপন করেন। সময়ের পরিক্রমায় তা এক সময় বিশাল কাণ্ড ও শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয়। তিনি সেই বৃক্ষ দিয়ে নৌকা তৈরি করলেন এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে ৮০ জন অনুসারী নিয়ে রওনা হলেন। ১০ ই রজবে কিশতিতে আরোহন করেছিলেন এবং দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত তাতে ছিলেন। পরিশেষে ১০ মহরম জুদি পাহাড়ে কিশতি ভিড় করান।' – তাফসীরে কুরতুবি

হজরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– 'হজরত নুহু (আ.) তাঁর নৌকায় ৪০ জোড়া অর্থাৎ আশিজন অনুসারীকে তুললেন।' – মারেফুল কুরআন

হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন– সর্বোত্তম সদকা হলো কলিজা শান্তি হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদার্থ মানুষকে খাবার খাওয়ানো। – সহীহ বুখারী

রাসূল (সা.) বলেন– এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না স্বরূপ। যদি তোমার শরীরের কোনো একটা অংশ ব্যথা করে, তাহলে পুরো শরীর ব্যথা হয়। ঠিক সেইভাবে যদি কোনো মুমিন অন্যকোনো জায়গায় কষ্ট পেলে বা ব্যথা পেলে সে কষ্ট নিজে পাওয়াই হলো আরেক মুমিনের কাজ। – সহীহ বুখারী

রাসূল আকরাম (সা.) বলেন– 'কোনো পাপীর জন্য দোয়া করো না, কেননা দোয়া করলে আল্লাহ পাকের আরশ কেঁপে ওঠে।' – তিরমিজি

হজরত সাহল বিন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন– 'দুই সময়ের দোয়া কখনো ফেরত দেওয়া হয় না। আজানের সময় যে দোয়া করা হয় এবং বৃষ্টি চলাকালীন যে দোয়া করা হয়।' – আবু দাউদ, হাদিস নম্বর ২৫৪০

❖ প্রিয় শিক্ষামূলক ইতিহাস :

ও নদীরে তুই ভাঙলি আমার ঘর
তোর কিনারে থাকতাম তুই করলি আমায় পর
সকাল দুপুর সাজে, তোর কিনারে বসে
করতাম কত গুনোগান তোর।
ভাঙলি আমার ঘর, তুই করলি আমায় পর।

মদিনায় যখন অতিবৃষ্টি হলো, হাঁটুপরিমাণ পানি অবস্থায় রাসূল (সা.) এই দোয়াটি করলেন–

اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ـ

'আল্লহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা।' অর্থ– আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দাও।

রাসূল (সা.) বৃষ্টি হলে এই দোয়া করতেন–

اللّٰهُمَّ صَيِّباً نافِعاً ـ

'আল্লাহুম্মা সয়েনবান নাফিয়া।' অর্থ– আল্লাহ কল্যাণময় বৃষ্টি দাও।

আইলা নদীর পাশে ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ থাকতো। আল্লাহ পাক তাদেরকে নদীতে রবিবার মাছ ধরতে নিষেধ করেছিল। এক পক্ষ হুকুম অমান্য

করল, আরেক পক্ষ নিরব ছিল, আরেক পক্ষ নিষেধ করল। যারা অমান্য করল, আর যারা চুপ ছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বানর বানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক পূর্বের সোয়া লক্ষ পয়গাম্বরের উম্মতদেরকে পাপের শাস্তি সরাসরি দিতেন। শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে সরাসরি শাস্তি দেন না, মুহাম্মদ (সা.)-এর ওচিলায়। — বুখারী, হাদিস ৩৪৭৫

জলে, স্থলে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শান্তি, অশান্তি প্রভৃতি হয় মানুষের পাপের ফলে। জলে প্রথম জলদস্যু জুলুম শুরু করে হজরত মূসা (আ.)-এর জামানায় এক জালেম বাদশাহ নৌকাগুলো থেকে চাঁদা আদায় করত। সেই থেকে শুরু জলদস্যুদের জুলুম, নির্যাতন। যা আজও চলমান।

স্থলে জুলুম শুরু করে কাবিল তার আপন ভাই হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে। যখন হত্যা করল তখন থেকে মিঠা পানি লবনাক্ত হলো, গাছের পাতা তিতা হয়ে গেল, গাছ কাটা হলো পাপের ভয়াবহতা। কী ভয়ংকর!

.....